কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়

হালকা নীলচে আলো

কথা মতো আমি হাওড়া স্টেশনে বড় ঘড়ির নীচে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সন্ধে সাড়ে সাতটা থেকে। আমার পকেটে চার চারটে ট্রেনের টিকিট। কথা ছিল সজনি আসবে ঠিক রাত আটটায়। এই বড় ঘড়ির নীচেই। আমার এতদিনের স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে আজ। দীর্ঘ চব্বিশ বছর পরে আমার ডাকে সারা দিয়ে সজনি আজ তার স্বামী, পুত্র, আত্মীয়-পরিজন, অতল সুখের সংসার-সবকিছু ছেড়ে চলে আসবে। তারপর যে কোনও একটি টিকিটকে সম্বল করে (বাকি তিনটে টিকিট ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে) আমরা ভেসে পড়ব কোনও একটা দিকে। এখনও ঠিক করিনি শেষ অবধি কোথায়। তে এমন কোথাও যেখানে শুধুমাত্র আমি আর সজনি। সজনি আর আমি।

সাড়ে সাতটা থেকে আটটা। আটটা থেকে সাড়ে আটটা থেকে নটা। নটা থেকে দশটা। ক্রমে দশটা থেকে এগারোটা। আমি ঠায় দাঁড়িয়ে। সজনি এল না। অনেকবারই মনে হল পকেট থেকে মোবাইলটা বার করে একবার ফোন করি। কিন্তু কোথায় করব? সজনি মোবাইল ব্যবহার করে না। করতে গেলে ওর বাড়ির ল্যান্ড ফোনে... ... কিন্তু অন্য কেউ ধরে যদি। কী বলব তাহলে? তা ছাড়া সজনি আজ ওর বাড়িতে ফোন করতে বারণও করেছিল। বলেছিল, তেমন দরকার পড়লে ও নিজেই ফোন করে নেবে। সজনি যথেষ্ট সতর্ক আজ। কাউকে না জানিয়ে, দীর্ঘ চব্বিশ বছরের সকল সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে, এক কাপড়ে বেরিয়ে আসছে। অতএব সতর্কতার প্রয়োজন তো আছেই।

তবে কি শেষ মুহূর্তে ধরা পড়ে গেল সজনি? এতদিন ধরে তিলতিল করে গড়ে তোলা আমাদের সকল স্বপ্ন, সকল পরিকল্পনা ভেঙে চুরচুর হয়ে গেল?

রাত এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর আমি অধৈর্য হয়ে পড়লাম। একদিন একসঙ্গে সিনেমা দেখব বলে সজনি একটানা তিনঘন্টা আমাকে সিনেমা হলের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। শেষ অবধি আসেনি। আজও কি তেমন কিছু? না, আজ আমাকে দেখতেই হবে প্রকৃত রহস্যটা কি। একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে এলাম সজনির বাড়ির সামনে। বিশাল প্রাসাদোপম তিনতলা বাড়িটা নিস্তব্ধ, অন্ধকার। শুধু দোতলার একটা ঘরে হালকা নীলচে আলো।

সদরের লোহার গেটে তখনও তালা পড়েনি। ঠেলতে খুলে গেল। পায়ে পায়ে ভেতরে ঢুকতেই পুরোনো দিনের কাজের লোক বিশুর মুখোমুখি।

বিশু আমাকে দেখে অবাক, একি, আপনি এত রাতে?

কী বলব আমি? প্রশ্ন করলাম, ডাক্তারবাবু নেই?

বিশু মাথা নাড়ল, না, দাদাবাবু বম্বে গেছে মিটিনে।

আর শুভ?

শুভদাদাবাবু তো বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গেছে। একহপ্তা পর ফিরবে।

তাহলে বাড়িতে কেউ নেই?

না, বউদি আছে।

একটু ডেকে দেবে? খুব দরকার।

একটু ইতস্তত করল বিশু। তারপর মাথা নাড়ল, না, ডাকা যাবে না।

বেশ রাগ হয়ে গেল আমার। প্রশ্ন করলাম, কেন?

বিশু সরে এসে ফিশপিশ করে বলল, দিলীপবাবু এয়েচেন। দুজনে ওপরের ঘরে আচেন।

বিশু ওপরে হালকা নীলচে আলো জ্বলা ঘরটা দেখাল।

দিলীপবাবু কে?

দিলীপ সামন্ত। দাদাবাবুর বন্ধু। ডাক্তার। দাদাবাবু না থাকলে প্রায়ই আসেন। আর একবার তাকালাম দোতলায় হালকা নীলচে আলো জ্বলা ঘরটার দিকে। সজনি এখনও তাহলে খেলাচ্ছে আমায়। খেলাও সজনি। আমি তোমার আনন্দের মতো তোমার খেলাও কোনওদিন নষ্ট হতে দেব না।